দৈনিক বাংলা

তারিখ 03 OCT 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ২

78

বৃত্তি বাতিল হওয়া চলবে না

বিদেশের শিক্ষাবৃত্তি বাতিল বা অব্যবহৃত থাকা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। কারণ, এর ফলে দেশের বেশ কিছুসংখ্যক মেধাবী ছাত্রছাত্রী বিদেশের উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার, প্রতিভা বিকাশের এবং আর্থিক সহায়তা পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। এটা সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রী ও জাতি উভয়েরই জন্য ক্ষতিকর।

বিদেশী বৃত্তি এবং বিদেশে লেখাপড়ার আলাদা গুরুত্ব ও আকর্ষণ রয়েছে। এদেশের ছাত্রছাত্রীরা বিদেশে লেখাপড়ার সুযোগকে সব সময় একটি সৌভাগ্যেরব্যাপার—পরমপ্রাপ্তি বলে মনে করে আসছে। বিদেশী বৃত্তি পাওয়া গেলে তো সোনায়-সোহাগা। এ জন্যই মেধাবী ছাত্রছাত্রীরা বিদেশী শিক্ষাবৃত্তির সন্ধানে থাকে, বিভিন্ন দেশে বা বিদেশী শিক্ষা ও বৃত্তি প্রতিষ্ঠানে আবেদনপত্র পাঠায়। বিদেশ থেকে আজকাল অনেক বৃত্তি আসছেও। কিছু দিন আগে দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক চুক্তির অধীনে চীন, রাশিয়া, জাপান, পোল্যান্ড, মিসর, সাইপ্রাস, মরক্কো ও কমনওয়েলথের দেশগুলি থেকে বৃত্তি আসে। বৃত্তি পাওয়া যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফাউন্ডেশন থেকেও। বছরে গড়ে দুই থেকে চার হাজার বৃত্তি আসে। কিন্তু আমাদের দেশের সংশ্লিষ্ট দফতর বা প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘসূত্রতা ও ভুলভ্রান্তির ফলে বহু বৃত্তিই নষ্ট অথবা বাতিল হয়ে যায়, অব্যবহৃতও থাকে অনেকগুলি। একটি দেশের বৃত্তির ব্যাপারে এই অঘটন এ বছরও ঘটেছে। পত্রিকান্তরের খবরে প্রকাশ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় বৃত্তির কাগজপত্র ভুল করে সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাসে না পাঠিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠাবার ফলে ৯টি বৃত্তি বাতিল হয়ে গেছে। এ ধরনের ঘটনা আরও অনেক বৃত্তির ক্ষেত্রেই ঘটেছে অতীতে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় অথবা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হতে হতে এবং ভর্তির কাগজপত্র পৌঁছতে পৌঁছতেই ভর্তির সময় শেষ এবং সেশন শুরু হয়ে যায়। ফলে, বৃত্তিগুলি কোন কাজেই লাগে না। অনেক বৃত্তি অব্যবহৃতও থেকে যায় এ ধরনেরই বিভিন্ন কারণে।

বিদেশী শিক্ষাবৃত্তিকে আমাদের গরীব মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য একটি সুবিধা বলেই আমরা মনে করি। আজকাল বিত্তবান পরিবারগুলির হাজার হাজার ছেলেমেয়ে নিজের টাকায় বিদেশের স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায় পর্যন্ত লেখাপড়া করছে। গরীব মেধাবী ছাত্রদের এই সুবিধা নেই। দেশী-বিদেশী বৃত্তি পেলেই বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া করার তাদের সাধ পূরণ হতে পারে। এ জন্যই কোন বৃত্তি যাতে কোন কারণেই নষ্ট না হয় অথবা অব্যবহৃত না থাকে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের অনুরোধ থাকবে। বৃত্তি সম্পর্কিত আনুষ্ঠানিকতা সম্ভাব্য স্বল্পতম সময়ে সমাপ্ত করতে হবে এবং ভর্তির কাগজপত্র সংশ্লিষ্ট দেশে বা দূতাবাসে সেশন শুরুর যথেষ্ট আগেই পাঠাতে হবে। সম্ভব হলে আরও বেশী সংখ্যক বৃত্তি সংগ্রহের প্রচেষ্টা চালাতে হবে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে। তবে প্রাপ্ত প্রতিটি বৃত্তির সদ্ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া একান্ত দরকার।